এক যে ছিল রাজা

নির্মলেন্দু গৌতম

পুনশ্চ
১এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

রাজার গল্প	....	৫
জাদুকর	....	১২
স্বপ্ন	....	১৯
পুরস্কার	....	২৫
রাজার চিঠি	....	৩২
আঁকিয়ে	....	৩৯
রাজার হাতি	....	৪৫
মন্ত্রীর মতো মন্ত্রী	....	৫০
ছুটি	....	৫৫
দামি জিনিস	....	৬০

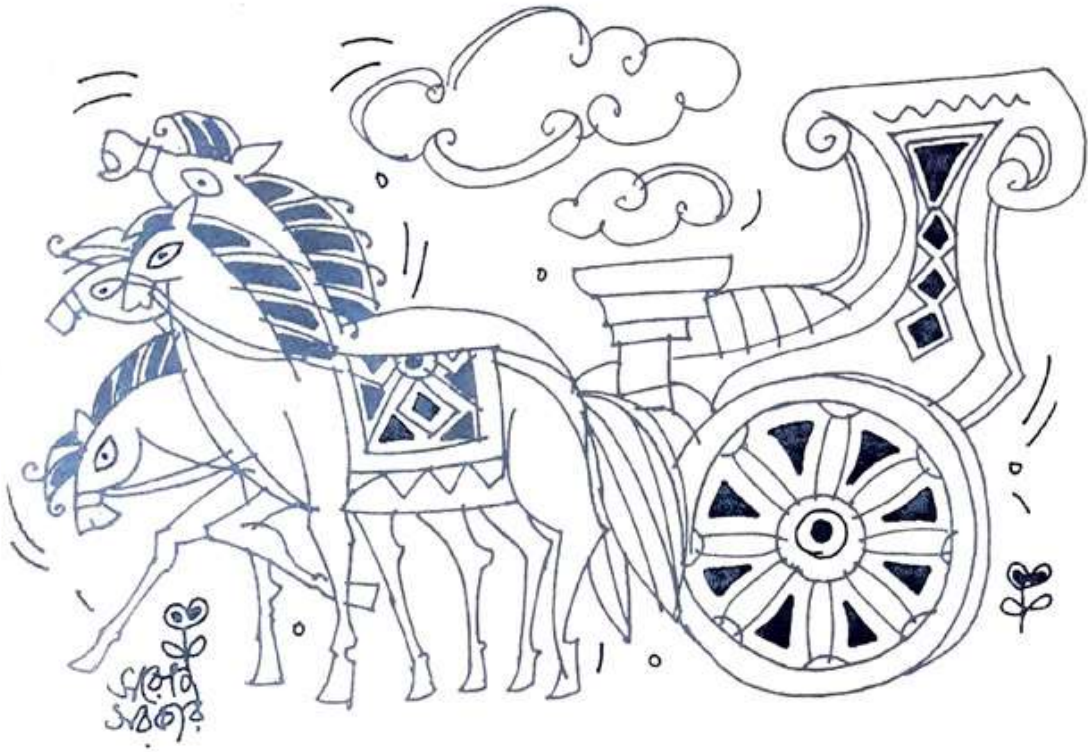

রাজার গল্প

তৈরি হল চার ঘোড়ায় টানা সেই গাড়ি।

দুধ সাদা চারটে ঘোড়াও এল তার জন্য।

রাজামশাই রাজকন্যাকে নিয়ে এলেন সেই গাড়ি দেখতে। সঙ্গে এলেন মন্ত্রী, সেনাপতি, পাত্র-মিত্র। এল রাজবাড়ির লোকজনও।

গাড়িটা দেখলে বুঝি চোখ জুড়িয়ে যায়। সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে করে।

গাড়িটার গায়ে সোনা-রুপোর কাজ। কত যে রঙের খেলা। যেন কারুকাজ করা আকাশের রামধনু। চোখ বুঝি ফেরানো যায় না সেদিক থেকে।

সাদা চারটে ঘোড়া ঘাড় দোলাচ্ছে আর পা ঠুকছে মাটিতে। চারদিকে লোকজন পাঠিয়ে অনেক খুঁজে এমনি চারটে ঘোড়া জোগাড় হয়েছে। ঘাড়ের ওপর তাদের কেশরে যেন হাওয়ার খেলা চলছে। এরকম ঘোড়া না হলে গাড়িটাকে মানায় কখনো!

রাজামশাই রাজকন্যার দিকে ফিরে বললেন, 'কি, এবার মনের মতো গাড়ি হয়েছে তো?'

রাজকন্যার চোখ ঝিলিক দিয়ে উঠল খুশিতে। বলল, 'এমন একটা গাড়ি হবে ভাবিইনি!'

মন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আমিও ভাবিনি!'

রাজামশাই ভারি নিশ্চিন্ত হলেন।

রাজকন্যা একটা মনের মতো গাড়ি চেয়েছিল রাজামশাইয়ের কাছে। চারটে সাদা ঘোড়া টানবে সেই গাড়ি। রাজ্যের লোক সেই গাড়ি দেখে ভাববে, এমন গাড়ি আর কোথাও নেই। চারটে ঘোড়ার পায়ের শব্দে তেপান্তরের কথা মনে পড়বে তাদের।

রাজামশাই কথাটা বলেছিলেন মন্ত্রীকে। মন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি তৈরি করবার সব ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন। বন থেকে এসেছিল সবচাইতে দামি কাঠ। রাজবাড়ির গয়না যে গড়ে তাকে আনা হয়েছিল।। গাড়ির গায়ে সোনা-রুপোর কাজ করবার জন্য। আনা হয়েছিল রাজ্যের সবচাইতে বড়ো কাঠের কাজ জানা লোকটিকে। সবাই মিলে অনেকদিন ধরে একটু একটু করে তৈরি করেছে রাজকন্যার জন্য এই গাড়ি।

এ গাড়ি যদি রাজকন্যার মনের মতো না হত তাহলে রাজামশাইয়ের আর ঘুম হত না রাতে।

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই রাজামশাই তাকালেন রাজকন্যার মুখের দিকে। তাকিয়েই বুঝতে পারলেন, এখুনি একবার এই গাড়িতে উঠে কোথায়ও যেতে ইচ্ছে হচ্ছে রাজকন্যার।

বুঝতে পেরেই রাজামশাই বললেন, 'এবার তুমি খানিকটা বেড়িয়ে এসো তোমার গাড়িতে।'

রাজকন্যা আর দেরি করতে পারে?

একরাশ সোনালি চুল উড়িয়ে সোনার সুতোয় নকশা করা মখমলের জুতো পরা পা বাড়িয়ে খুশি খুশি মুখে উঠে পড়ল গাড়িতে। ঘোড়াগুলো সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় দোলাল। আর জোরে জোরে পা ঠুকল মাটিতে।

যে গাড়ি চালাবে, তার হাতের মুঠোয় চার ঘোড়ার রাশ। এ রাজ্যে তার মতো আর কেউ গাড়ি চালাতে পারে না।

রাজকন্যার গাড়ি চালাবে বলে সে ঝলমলে নতুন পোশাক পরে এসেছে।

রাজকন্যা গাড়িতে উঠতেই সে তার মুঠোয় ধরা রাশ আলগা করে দিল।

কিন্তু ঘোড়াগুলো একপাও ছুটল না।

আবার রাশ নাড়িয়ে ছোটাতে চাইল সে। তবুও ছুটল না ঘোড়াগুলো।

রাজকন্যার মুখ থেকে বুঝি মিলিয়ে গেল খুশিটুকু।

রাজামশাই তাকালেন মন্ত্রীর দিকে। মন্ত্রীও রাজমশাইয়ের দিকে তাকালেন।

ফের চারটে ঘোড়াকে ছোটাতে চেষ্টা করল সে। ঘোড়াগুলো কিছুতেই ছুটল না। তেমনিভাবেই পা ঠুকতে থাকল মাটিতে।

'কী হল।' রাজামশাই এবার বলেই ফেললেন।

মন্ত্রী কোনো উত্তর দিতে পারলেন না।

রাজকন্যা একবার তাকাল রাজামশাইয়ের দিকে। তারপর গাড়ি থেকে নেমে কান্নায় ভেজা চোখে শ্বেতপাথরে বাঁধানো পথের ওপর দিয়ে চলে গেল রাজপ্রাসাদের দিকে। একবারের জন্য আর ফিরেও তাকাল না।

রাজামশাই আর দাঁড়াতে পারেন সেখানে? একবার মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে তিনিও চলে গেলেন রাজপ্রাসাদের দিকে।

না, কেউ আর সেই ঘোড়াগুলোকে ছোটাতে পারল না।

কতজন যে কত রকমভাবে চেষ্টা করল, তার বুঝি ঠিকানা নেই।

খবরটা রটে যেতে সময় লাগল না। সেজন্যেই কেউ আর এল না গাড়িটা চালাতে।

শেষ পর্যন্ত সবাই বলল, 'ঘোড়াগুলোকে রাজ্যের বাইরে ছেড়ে দিয়ে আসা হোক। খোঁজা হোক নতুন ঘোড়া। ওরকম দুধ-সাদা ঘোড়া যদি না মেলে তাহলে কী এমন ক্ষতি হবে?'

রাজকন্যার কানে যখন সে কথাটা পৌঁছুল রাজকন্যা বলল, 'ওই চারটে ঘোড়াই আমার গাড়ি টানবে। নাহলে আমি আর ও গাড়িতে উঠব না।'

রাজামশাই কী করবেন ভেবে উঠতে পারলেন না। কী করে ভাববেন? সেদিন থেকে চুপ করে বসে আছে রাজকন্যা, এখনও পর্যন্ত কেউ তাঁর মুখে কোনো কথা শুনতে পায়নি। তাঁর দিকে তাকিয়ে দুঃখে রাজামশাই সব কাজই ভুলে যাচ্ছেন। রাজসভায় যাচ্ছেন না।

শেষ পর্যন্ত মন্ত্রীকে ডাকলেন তিনি। রাজকন্যার কথাটা বললেন।

মন্ত্রী বললেন, 'একটা কাজ করি রাজামশাই। রাজ্যে রাজ্যে লোক পাঠাই। তারা ঘোষণা করুক, এই চারটে ঘোড়া ছুটিয়ে রাজকন্যাকে খুশি করতে পারবে, যা চাইবে তাকে তাই দেয়া হবে।'

রাজামশাই খুশি হয়ে বললেন, 'তাই করুন।'

রাজমশাইয়ের অনুমতি পেতেই উঠে পড়লেন মন্ত্রী। এখুনি রাজ্যে রাজ্যে লোক পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। রাজকন্যা যদি খুশি না হয়, তাহলে রাজামশাই কি করে আর রাজসভায় যাবেন? রাজ্যের কী হবে?

কত লোক যে আসতে শুরু করল কত রাজ্য থেকে, তার বুঝি ঠিক নেই, কিন্তু কেউ ঘোড়াগুলোকে এক পাও ছোটাতে পারল না।

রাজামশাই খবর পান সব, মুখে পড়ে চিন্তার ছায়া। রাজকন্যা নিজের ঘর থেকে বেরোয় না, কথা বলে না, হাসে না। রাজবাড়ি যেন অন্ধকার হয়ে আছে।

কেউ আর যখন কিছু ভেবে উঠতে পারছে না, ঠিক তখন একদিন এল একটি লোক। তার পরনে ছেঁড়া পোশাক, গায়ে ধুলো কাদা, মাথায় একরাশ এলোমেলো চুল। দেখে মনে হয়, কতদিন সে খায়নি, ঘুমোয়নি। ঘুরে বেড়াচ্ছে পথে পথে।

সে রাজবাড়ির সামনে এসে সবাইকে বলতে থাকল, 'আমি ওই গাড়ি চালাব।'

তার কথা শুনে পাগল ভেবে তাকে ঠাট্টা করতে থাকল সবাই।

কিন্তু সে সেই ঠাট্টা গায়ে মাখল না। একই কথা বলতে থাকল। ভিড় জমল রাজবাড়ির সামনে।

কী করে যেন মন্ত্রীর কানে পৌঁছুল কথাটা।

মন্ত্রী তাকে ডেকে পাঠালেন। রাজবাড়ির পাহারাওলারা তাকে নিয়ে এল মন্ত্রীর কাছে।

মন্ত্রী তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি পারবে ওই চারটে ঘোড়াকে ছোটাতে?'

সে বলল, 'পারব।'

মন্ত্রী বললেন, 'যদি না পারো?'

'সারাজীবন আমায় গারদে পুরে রাখবেন।' সে বলল।

কী যেন বুঝলেন মন্ত্রী। বললেন, 'ঠিক আছে তোমার কথা আমি রাজামশাইকে বলছি। কিন্তু মনে রেখো, না পারলে সারাজীবন তোমায় গারদে থাকতে হবে।'

বলেই রাজামশাইকে এসে সব মন্ত্রী বললেন।

সব শুনে রাজামশাইও কী যেন ভাবলেন। ভেবে অনুমতি দিলেন।

রাজামশাইয়ের অনুমতি নিয়েই ছুটলেন মন্ত্রী। এখুনি সব ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে। যদি সত্যি সত্যি সে সেই চারটে ঘোড়াকে ছুটিয়ে গাড়িটা চালাতে পারে, তার চাইতে খুশির কথা আর কী থাকতে পারে!

রাজকন্যাকে নিয়ে রাজামশাই যখন গাড়ির কাছে এলেন, তখন সেই লোকটির দিকে ফিরে মন্ত্রী বললেন, 'এখনও কিন্তু সময় আছে। ভেবে নাও। না পারলে কিন্তু সারাজীবন তোমাকে গারদে থাকতে হবে।'

রাজকন্যার দিকে সে তার চোখ রেখে বলল, 'ভেবে দেখেছি।'

রাজকন্যা গাড়ির কাছে এসে তাকাল লোকটির দিকে। এরকম একটা লোক যে তার গাড়ি চালাবে রাজকন্যা তা ভাবতেই পারছে না।

রাজামশাই রাজকন্যার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নাও, উঠে পড়ো গাড়িতে।'

রাজকন্যা গাড়িতে উঠল।

লোকটিও সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এল গাড়ির কাছে। সবাই তাকে দেখছে। কিন্তু সে কাউকে আর দেখছে না।

আস্তে আস্তে সে তার হাত বাড়িয়ে একটা ঘোড়ার গায়ে রাখল।

ঘোড়াটা বুঝি চমকে উঠল। ফিরে দেখল লোকটিকে। ঘাড়ের ওপরে কেশরগুলোর ভেতর যেন ঝড়ের হাওয়া খেলে গেল। জোরে জোরে পা ঠুকল মাটিতে। বড়ো বড়ো করে নিশ্বাস নিল। ডেকে উঠল অদ্ভুত গলায়। সে ডাক ছড়িয়ে পড়ল রাজপ্রাসাদের চারদিকে।

অন্য তিনটে ঘোড়াও ঠিক তেমনিভাবেই ডেকে উঠল। লোকটি হাসল একটুখানি। তারপর গাড়িতে উঠে পড়ে মুঠোয় ধরল ঘোড়াগুলোর রাশ। একবার ফিরে রাজকন্যাকে দেখে মুঠোয় ধরা রাশ নাড়াল।

পলকে চারটে ঘোড়ার পায়ে ঠিকরে উঠল বিদ্যুৎ। ঝলমলে রোদ্দুরে দুধসাদা রঙে ঝিলিক তুলে তারা ছুটতে শুরু করল। ছুটতে ছুটতেই মিলিয়ে গেল দূরে।

মন্ত্রী বুঝি কথা হারিয়ে ফেললেন।

রাজামশাইয়ের চোখে খুশির ঝরনা জেগে উঠল।

পাত্র, মিত্র, সভাসদরা এ ওর দিকে তাকিয়ে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

যারা ঠাট্টা করেছিল সেই লোকটিকে, তারা আর রইল না সেখানে।

কে ভাবতে পেরেছিল, এরকম একটা ঘটনা ঘটবে।

অনেকটা সময় গাড়ি ছুটিয়ে রাজকন্যাকে নিয়ে ফিরে এল লোকটি। রাজকন্যা একরাশ খুশি নিয়ে নেমে এল গাড়ি থেকে। তার খুশিতে রাজামশাই খুশি, মন্ত্রী খুশি, খুশি পাত্র, মিত্র, সভাসদরাও।

লোকটির দিকে তাকিয়ে এবার রাজামশাই বললেন, 'বলো, তুমি কী চাও?'

সে বলল, 'কী চাই তা ভেবে বলতে হবে।'

রাজামশাই বললেন, 'ঠিক আছে, ভেবেই বলো।'

'তার জন্য আমার পুরো একটা দিন চাই।' সে বলল।

রাজামশাই বললেন, 'তাহলে তুমি রাজবাড়িতেই থাকো। কাল এইসময় বলবে।'

সে বলল, 'রাজবাড়িতে আমি থাকব না। থাকলে ভাবতে পারব না।'

রাজামশাই কথাটা শুনে অবাক। অবাক মন্ত্রীও।

সে বলল, 'কাল ঠিক এই সময় এসে আমি বলব কী চাই।' বলে আর সে দাঁড়াল না। ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে রাজবাড়ির সিংহ দরজা পেরিয়ে চলে গেল।

খুশি খুশি রাজকন্যাকে নিয়ে রাজপ্রাসাদের দিকে ফিরতে থাকলেন রাজামশাই। সঙ্গে চললেন মন্ত্রী আর পাত্র, মিত্র, সভাসদরা।

পরদিন রাজবাড়ির সিংহ দরজায় ঝড়ের হাওয়ার মতো চারদিক ঝাঁপিয়ে মিশকালো একটা ঘোড়ার পিঠে এক রাজপুত্র এসে দাঁড়াল।

কী ব্যাপার! কে এই রাজপুত্র?

রাজামশাইয়ের কাছে পৌঁছে গেল সেই রাজপুত্রের খবর।

রাজামশাই বেরিয়ে এলেন রাজপ্রাসাদের বাইরে। সঙ্গে এলেন মন্ত্রী। রাজকন্যাও এলেন।

কিন্তু রাজপুত্রকে এত চেনা মনে হচ্ছে কেন?

মন্ত্রীর দিকে তাকালেন রাজামশাই। মন্ত্রী কী বলবেন। মন্ত্রীরও তো খুব চেনা মনে হচ্ছে তাকে।

রাজপুত্র তার মস্ত মিশকালো ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে রাজামশাইয়ের সামনে এসে বলল, 'পুরো একটা দিন আমি ভেবেছি রাজামশাই।'

রাজামশাই অবাক হয়ে বললেন, 'তুমি ভাববে কেন? ভাববে তো সেই ছেঁড়া পোশাক, মাথায় একরাশ উসকো খুসকো চুল, না খাওয়া, না ঘুমোন লোকটি।'

'কালকের সেই লোকটিই তো আজকের এই রাজপুত্র।' রাজপুত্র বলল।

বলতে বলতে চোখে তার ঝিলিক দিয়ে উঠল হাসি।

রাজামশাই বললেন, 'তার মানে?'

সে বলল, 'তার মানে আমি ইচ্ছে করেই অমনি ছেঁড়া পোশাক, উসকো খুসকো চুল করে এসেছিলাম।'

রাজামশাই তাকালেন মন্ত্রীর দিকে। কী বলবেন, তা বুঝি ভেবে উঠতে পারলেন না।

সে বলল, 'রাজপুত্র ছাড়া রাজকন্যার গাড়ির ওরকম চারটে ঘোড়াকে কে ছোটাবে?'

রাজামশাই এবার ভালো করে সেই লোকটি, মানে রাজপুত্রের দিকে ভালো করে তাকালেন।

কী যে চমৎকার চেহারা রাজপুত্রের! দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। কাল সেই পোশাকে তার সত্যিকারের চেহারা একেবারে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল।